

# আসছে ফাল্গুনে

ভূপেশ আইচ



সাহিত্যিক

মূল্য এক টাকা

১২৩ আনুসঙ্গিক পৃষ্ঠা হইতে মাণিক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩৪ মুসলমান  
পাড়া লেনের সখা প্রেস হইতে অনিলকুমার সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

## একটি কথা

না ব'লে বেইমানি হবে। এই গল্পের নির্যাসটুকু প'ড়েছিলাম কোনও একটা নাম-করা মাসিক পত্রে; ভারি মিষ্টি লেগেছিলো, তাই ভুলিনি। তারই উপর রং চড়িয়ে এই বইটা তৈরী। লেখকের নামটা আমার স্মরণ নেই,—উদ্দেশে তাই তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অভিনয় জমে খুব। নাট্যকার নিশিবাবুর বাগেরহাটের রূপশিল্পী দলের ও ভায়া পশুপতিপ্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবের প্ররোচনায় জীবনে যা' করিনি মরণকালে তাই ক'রলাম,—ছাপার হরপে বই ছাপালাম!

—ভীকু ভূপেশ—

## স্মরণে

নটগুরু ৩ নিশিকান্ত, পূজ্য ৩ শুকলাল,  
সুশীল, অরুণ, চারু, ভূপেন, ভূপাল,  
বঙ্কিম, অনিল, ভূতি, আবদুল আলী,  
ধীরেন, হরিশ, রবি, বিল্ব, কৃষ্ণ, কালী,  
মুকুন্দ, ইস্মুফ, চিত্ত, কাশী, নিবারণ,  
বাণু, ক'ড়ে, নাটু, শিবে, শিবনারায়ণ,  
সুধীর, যোগেন, ষষ্টি, প্রত্নোৎ, বিজয়,  
সীতা, মণি, চার ধীরে, তিনু ও তন্ময়,  
ভুবন, সতীশ, চ্যান্, অশোক, নগেন,  
শৈল, শান্তি, হেকমৎ, শচীন, খগেন,  
কামাখ্যা, নূপেন, কালা, যোগেশ, কেশব—  
বিনিদ্র নিশির সাথী, মঞ্চসখা সব,  
যার নাম মনে আছে, যার নাম নাই,  
বইখানি সকলেরি হাতে দিতে চাই ।

বাগেরহাট

—ভূপেশ—

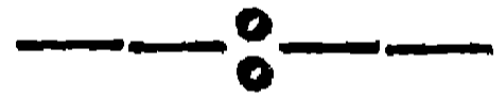
## চরিত্র পরিচয়

মিঃ হরিহর হালদার (টিপল্ এইচ্)	}	.....	{	কণ্ঠাগতপ্রাণ, বিপত্তীক
				শ্রোত্ এ্যাড্ ভোকেট
মিঃ পার্শ্বনাথ পাই	...	...	...	ঐ প্রতিবেশী
গিরিদাস সিং (গেরুলাস্)	...	...	...	ঐ দারোয়ান
সুপ্রিয় চাটাজ্জী	...	...	...	তরুণ ছাত্র, ডবল্ এম-এ
তরুণ পালিত	...	...	...	মঞ্জুশ্রীর পাণিপ্রার্থী যুবক
মালকোষ ঘোষ	...	...	...	ঐ
সবুজ সরখেল	...	...	...	ঐ
বেচারাম বল	...	...	...	ট্যাক্সী ড্রাইভার
মঞ্জুশ্রী দেবী	...	...	...	মিঃ টিপল্ এইচের অনূঢ়া কন্যা (বি-এ দেবে)
মা	..	...	...	সুপ্রিয় চাটাজ্জীর বিধবা মা

## প্রস্তাবনা

(সুর—ম্যয় বন্কী চিড়িয়া—)

এই রঙ্গের গল্পের শেষ হবে আস্ছে ফাল্গুনে ;—  
তাই মায়ের শীত্ টা কাটাতে হবে কড়ি-কাঠ গুণে ।  
ভুলে মানিব্যাগ বাড়ী ফেলে,      যবে বিকেলে বেড়াতে গেলে  
সে সময়ে ফুলধনু      মেরে দিল ফুলবাণ  
সব-চেয়ে ধারালো, ছিল যেটা লুকানো, তার তুণে ।  
তাই বলি, এর পরে যবে      পুনঃ বেড়াতে বেরুনো হবে,  
মানিব্যাগ নিও সাথে      তা না হ'লে হাতে হাতে  
টের পাবে এর জ্বালা, কাণ হবে ঝালা পালা গাল শুনে ।



# আসছে ফাল্গুনে

৭ই অগ্রহায়ণ :—রাত ৮টা

( দ্বিতলে সুসজ্জিত ড্রইংরুম । উদ্বেজিত গৃহকর্তা হরিহর বাবু—  
মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ; পাশে দাঁড়িয়ে বিমর্ষ তরুণ । )

হরি—(স্বরে বিরক্তি) বাড়ী নেই,—বাড়ী নেই, বাড়ী নেই ।

রেহাই দিন, রক্ষে করুন, বাঁচান,—

তরুণ—(স্বরে বিনয়) আজ্ঞে, মঞ্জুশ্রী দেবী—

হরি—(উষ্মা কমেনি) হ্যাঁ দেবী । দেবী বাড়ী নেই, পূজো  
খেতে বেরিয়েছেন, ( সহসা ) তোমার বয়স কত হে  
ছোকরা ?

তরুণ—আজ্ঞে এই অপ্রাণে উনিশে প'ড়েছি,—মাইরি স্মার,  
আমি কবি—

হরি—আর মঞ্জুর বয়স এই একুশ, বুঝলে । ওকি ? ভিন্নমী  
খেয়ে প'ড়বে নাকি ?—গেরুলাস্ সিং—

( গিরিদাস সিংএর প্রবেশ )

গিরি—হাজুর !—

হরি—একে সিঁড়িটা দেখিয়ে দাও ত'—

তরুণ—সিঁড়ি দেখাতে হবে কেন স্মার ? ও ত' চেনা  
সিঁড়ি, আস্তে-যেতে ও সিঁড়ি আমার পদস্থ হ'য়ে  
গেছে । অন্ধকারেও—

(হরিহরের ইসারায় গিরি সিং তরুণের হাত ধরিল)

আঃ, ছাড়ো-ছাড়ো ! পরের রিষ্ট ওয়াচ্—ভেঙ্গে  
যাবে যে !

(অনিচ্ছুক তরুণকে পাঁজাকোলা করিয়া গিরি সিংএর প্রস্থান)

তরুণ—(সচীৎকারে) পাঁজাকোলা করে মোরে নিও না, নিও না।

মাজা ভেঙ্গে সাজা আর দিও না, দিও না।

(স্বর মিলাইয়া গেল)

হরি—এই মেয়ে নিয়ে হয়েছে আমার 'সসেমিরে' অবস্থা ! বি-এ  
পরীক্ষাটা এবার হয়ত পাশ ক'রতে পারতো, তা' যে  
আকার পঙ্গপাল,—কে ?

(মালকোষের প্রবেশ)

মাল—আজ্ঞে আমি। মল্লারকণ্ঠ শ্রীমালকোষ ঘোষ।

—মঞ্জুশ্রী দেবী কি—

হরি—বুঝেছি। —বাড়ী নেই মিঃ মল্লারকণ্ঠ।

মাল—তাঁর গান শেখার time যে— (রিষ্ট ওয়াচ্ দেখিল)

হরি—ব'য়ে গেল ! হাঁ হে মাষ্টারকণ্ঠ, ক'মাস ধরে' তুমি গান  
শেখাচ্ছ ?

মাল—আজ্ঞে,—এই মাস ছুই—।

হরি—তা' মাইনে তোমাকে কে দেয় ? আমার কাছে ত'  
চাও না !

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

গিরি—হাজুর, বেতস্ বাবু,—

হরি—কি চান বাতাস্ বাবু ?

গিরি—খোখী বাবু কো—



হরি—বল' গে তিনি লেকের বাতাস খেতে বালীগঞ্জে গেছেন ।  
(গিরি সিংএর প্রস্থান)

মাল—মাইনে আমি চাইনা । মঞ্জুশ্রী দেবীকে গান  
শেখাবো তা'—

হরি—মিনি-মাইনেয় ! এ্যাঃ, মতলব কি বলো ত' বাপু ।  
(সবুজের সবেগে প্রবেশ)

সবুজ—তা'তে তোর কিরে ব্যাটা ছাতুখোর ? এই যে  
মঞ্জুশ্রী দেবী,—

(ভুল বুঝিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ) ইর বাবা ! (নমস্কার !)

হরি—হ্যাঁ,—ইর বাবা ।—কি চাই ?

সবুজ—মিস্ মঞ্জুশ্রী কোথায় ?

হরি—পরেশনাথের মন্দির দেখতে গিয়েছে, বাড়ী নেই ।

(সবুজ বসিল) ও কি ? ব'সে প'ড়লে যে !

সবুজ—একটু বিশ্রাম,—বড্ড হাঁপিয়েছি—জরুরী প্রয়োজন—  
(গিরি সিংএর প্রবেশ)

গিরি—সমীর বাবু খোখী বাবুকো মাংতা ।

হরি—বল' গে, সে চিড়িয়াখানায় কুমীর দেখতে গেছে ।

(গিরি সিংএর প্রস্থান)

হাঁ হে মাষ্টার,—আমাকে গান শেখাতে পারো ?

মাল—আপনি !—আপনি কি ক'রে গান শিখবেন স্যার ?

হরি—কেন ? গোঁফে কি গান আটকে যাবে ?

(সবুজকে) ও কি, তুমি হাই তুলছ যে ! ঘুম পেল',—  
বিছানা ক'রে দেবে ?

সবুজ—আজ্ঞে না। সদাকর্মী কিনা, একটা কিছু কাজ না থাকলে—

হরি—ওঃ, তাই বলো। দিচ্ছি কাজ,—গেরুলাস্ সিং,—

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

চণ্ডীখানা এনে দাও ত' চট্ ক'রে,— (গিরি সিংএর প্রশ্নান)

বসে বসে চণ্ডী পাঠ করো, আমি শুনতে শুনতে কাজ করি।—বলি, লেখাপড়া জানো কিছু—?

সবুজ—আজ্ঞে, আমি টোলে ব্যাকরণের মধ্য পাশ—

হরি—তা' বেশ, বেশ,—মিঃ মধ্যপাস্, তুমি আমাকে আর এই জহ্লাদ-কণ্ঠকে একটু চণ্ডীপাঠ করেই শোনাও—

মাল—আজ্ঞে মল্লারকণ্ঠ ;

[একজোড়া চটীজুতা লইয়া গিরি সিংএর প্রবেশ]

হরি—কই, দে। (দেখিয়া) চটী না, চণ্ডী, চণ্ডী ! ছাতুখোর কোথাকার ! ওরে, চণ্ডী, চণ্ডী, বই, কেতাব। পূজোর ঘরে, কুলুঙ্গীতে,—আমি যেটা পড়ি। (গিরি সিং যাচ্ছিল) দাঁড়া, চটীজোড়াটা রেখে যা এখানে—

(চটী রাখিয়া গিরি সিংএর প্রশ্নান)

(মালকোষকে) ঘন ঘন ক্লকটার পানে চাইছ কেন ?

হাতেরটা চ'লছে না ?

মাল—আজ্ঞে এটার মিনিটের কাঁটা নেই কিনা !

হরি—মিনিটের কাঁটা নেই ! তবে ওটা হাতে বেঁধেছো কেন ?

মাল—আজ্ঞে, তা না হ'লে হাতটা যেন কেমন 'বিধবা-বিধবা' দেখায়।

হরি—লেখাপড়া কত দূর শিখেছো মিঃ বয়লার-কণ্ঠ ?

মাল—তা' শিখেছি খানিক দূর, আপনার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে!

হরি—কি অব্ধি প'ড়েছো ?

মাল—আজ্ঞে, ডাক্তারী প'ড়তাম্—

হরি—“তাম্” মানে ? সার্টিফিকেট পাওনি বুঝি ?

মাল—আজ্ঞে, পেয়েছি একখানা,—তবে তেমন সুবিধের নয় ।

হরি—‘সুবিধের নয়’ মানে কি ?

মাল—আজ্ঞে, একখানা কম্পাউণ্ডারীর সার্টিফিকেট পেয়েছি ।

(গিরি সিংএর প্রবেশ এবং চণ্ডী দিয়া প্রস্থান)

হরি—(চণ্ডীখানা সবুজকে দিয়ে) নাও পড়ো ;—বেশ সুর ক'রে ।

সবুজ—কোন্ জায়গাটা প'ড়বো ?

হরি—যেখান থেকে তোমার খুসী— (সবুজ প'ড়তে শুরু ক'রল)

গিরি—‘বাড়ীমে নেহি, মুলাকাৎ হোবেনা ।’

কণ্ঠ—“কোথায় গেছেন ?”

নেপথ্যে {

গিরি—“কালীঘাট, মার বাড়ী”.....

কণ্ঠ—“কখন আসবেন ?”

হরি—(চীৎকার ক'রে) আসবেন না,—আর আসবেন না,—আর আসবেন না । (মালকোষকে) তা' বাবা কম্পাউণ্ডার, আমার একটু কাজ ক'রে দেবে ?

মাল—বলুন,—বলুন, আপনার কি কাজ ? Kindly বলুন, privately বলুন, certainly বলুন, আপনার কোনও কাজ ক'রতে পারলে আমি ধন্য হবো ।

হরি—বহুতাচ্ছা ! এই ত' চাই । গেরুলাম সিং, (সবুজকে) কই থাম্লে যে ?

সবুজ—কেউ না শুনলে কাঁহাতক পড়া যায়, বলুন।

হরি—এ ত' শোনার পড়া নয়, এ যে পড়ার জন্যে পড়া ;

Reading for reading's sake. মনে করো, তুমি

যেন গ্রামোফোন। পিন দিয়ে শ্রোতা চ'লে গেছে।

—তুমি বাজবে না ?

সবুজ—বাজবো, বাজবো, নিশ্চই বাজবো, —বাজবো আবার

না ? (নিম্নকণ্ঠে) শুধু কথা দিন—আমার গ্রামোফোনে

আপনি 'পিন' দেবেন !

হরি—তাই ত' তোমার এই ধৈর্যের পরীক্ষা হচ্ছে !

সবুজ—ধৈর্যের পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট ! মেসের ম্যানেজার নিত্য

আমার কাছে যে ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন, তার কাছে

এ ত' তুচ্ছ !

(পাঠারম্ভ)

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

হরি—জুতি কা কালি আউর উস্কো ব্রাস,—জলুদি—

(গিরি সিংএর প্রশ্নান)

যতক্ষণ মঞ্জু না আসে, ততক্ষণ নিষ্কর্মার মতো ব'সে না

থেকে আমার চটীটা একটু ব্রাস যদি ক'রে দিতে ! এই

তোমার গুরুভক্তির অগ্নিপরীক্ষা—

(গিরি সিং কালি-ব্রাস লইয়া প্রবেশ করিতেই মালকোষ তাহার

হাত হইতে উহা একরকম কাড়িয়া লইয়া কাজ শুরু করিল)

গেরুলাস সিং, ইধার আও— (গিরি সিং এগিয়ে এলো ;

এতক্ষণ ধরে যে Sign board লিখছিলেন সেটা গিরি সিংএর

পিঠে ঝুলিয়ে দিলেন। মোটা অক্ষরে লেখা “মঞ্জুশ্রী বাড়ী নেই”)

যাও, নীচুমে দেউড়িকা পর খাড়া রহো,—কোই আনেসে  
পিঠ দেখ্‌লাও । এই সঁই ;—যাও ।

(গিরি সিংএর প্রশ্নান)

হরি—এইবার একখানা গান গাও ত' মল্লারকণ্ঠ মালকোষ ।  
গানের তালে তালে ব্রাস্ ঘ'ষলে জেল্লা খুলবে জুতোর ।  
তুমি কি ভাল গাও, মেঘমল্লার না মালকোষ ?

মাল—গজল আর ভাটিয়ালী আমি গাই । ও সব আমার  
গলায় আসে না বলে ওগুলোকে নামের সঙ্গে জড়িয়ে  
রেখেছি—

হরি—যেমন কাণা ছেলের নাম পদ্যলোচন । তা বাবা, যা পারো,  
ঐ গজলই একখানা গাও,—

(গীতমধ্যে প্রশ্নান)

(জুতা ব্রাস করিতে করিতে মালকোষের গান)

ভাবনা কি বল্ ? ওরে পাগল, জোরসে ঘসো বুরুস্থানি,  
জেল্লা ফুটাও,—কেল্লা ফতে হবে রে তোর, হবেই জানি ।  
ঘষ্‌ছি জুতো কিসের আশায় বুর্‌ছো নাকি খুশুর মশায়,  
এর চেয়ে কি স্পষ্ট ভাষায় যায় গো বলা মনের বাণী ?  
বিহান্ থেকে রাত্রি ছপুর আমরা ক'টী হ্যাংলা কুকুর  
সব খুইয়ে ঘুর্‌ছি কেবল আসার আশায় তোমার খুকুর ;  
কাঁটা লাখি মার গুঁতো খাই তবুও এসে গান যে শেখাই,  
নিতিয় এসে হাজরে লেখাই,—দেখ' দেখি কী হয়রাণি !

(তরুণের সদন্তে প্রবেশ)

তরুণ—“তুচ্ছ তুমি দারোয়ান গেরুলাস্ সিং,  
তুমি কি রোধিতে পার' প্রাণের মিটিং ?

‘মঞ্জুশ্রী বাড়ী নেই’ এই মিথ্যাটিকে  
লিখিয়া বুলায়ে দেছ’ পিছনের দিকে !  
ভাবিয়াছ হাতে-লেখা Sign-Board দিয়া,—  
অদর্শনে ফাটাইয়া ফেলিবে এ হিয়া ?  
এসেছে মঞ্জুশ্রী দেবী, এসেছে নিশ্চয় ;—  
নয়টা বাজিয়া গেছে, বাজে সাড়ে নয় ।—

(সবিস্ময়ে) একি ! আপনারা এ কী কর্ছেন ?

সবুজ—ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছি ।

মাল—গুরুভক্তির নিদর্শন দেখাচ্ছি ।

তরুণ—বা—বাঃ । জুতো বুরস্ থেকে চণ্ডীপাঠ সবই হ’চ্ছে !  
আচ্ছা পাগল !

সবুজ—আমরা ত’ তবু বাড়ীতে আছি, অনেকে যে এই হিমে  
কেউ বালীগঞ্জ, কেউ ইডেন-গার্ডেন, কেউ পরেশনাথ  
ক’রে বেড়াচ্ছে ।

মাল—আমার ত’ মশাই গতিক ভাল বোধ হ’চ্ছে না । কাজ  
নেই আর পাগল-নন্দিনীতে ; মন্থক কেবিন থেকে হাফ্  
কাপ চা খেয়ে নীচে গিয়ে দাঁড়াই । (দৌড়)

সবুজ—যা বলেছেন,—মস্তিষ্কে ঘৃতাভাব । (বেগে দৌড়)

তরুণ—আমাকে দিয়ে আবার দাড়ি কামিয়ে না নেয়,—  
(দ্রুতবেগে দৌড়)

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি—পালিয়েছে নছার ছেলেগুলো । এক দণ্ড মেয়েটাকে  
প’ড়তে দেবে না ! কেবল গল্প, গান আর সিনেমা !

মেয়েটাও হয়েছে বেহায়ার একশেষ ! শাসন রীতিমত  
 ভাবে ক'রলে এতটা হ'তে পারতো না। কিন্তু কি  
 ক'রবো ? কিছু বলতে শুরু করলেই বড়ো বড়ো চোখ  
 ছুটো জলে ভরে ওঠে,—বলা আর হয় না। (ঘড়ী দেখিয়া)  
 এই ছাখো, এত রাত হ'ল, তবুও—'গেরুলাস সিং'—

(গিরি সিং এর প্রবেশ)

নেপথ্যে }  
 পার্শ্ব } —বাড়ী আছেন ?

গিরি—এঃ রে ! একটু খোলসা পাইল ত' ঢুকিয়ে গেল !

হরি—ছাখ' ত' গেরুলাস্—আবার কোন্ অবতার ?

গিরি—(দেখিয়া আসিয়া) পাশের বাড়ীকা বুড়া বাবু হাজুর,—

নেপথ্যে }  
 পার্শ্ব— } —সান্থে পারি ?

হরি—পারেন।

(পার্শ্বনাথ বাবুর প্রবেশ)

পার্শ্ব—ভাল আছেন ? তা ধরুন, ছাহটা একটু শুষ্ক দেহায় ক্যান ?

হরি—এই এম্নি।

পার্শ্ব—এই এম্নি, না ? বেশ, বেশ, তা ধরুন, একটা কথার  
 জন্তু আইছি।

হরি—বেশ করেছেন।

পার্শ্ব—বেশ ক'রছি, না ? তা ধরুন, আমার নাম শ্রীপার্শ্বনাথ  
 প'ই,—এই পার্শ্বের বাড়ীতেই থাকি।

হরি—বেশ করেন।

পার্শ্ব—বেশ করি, না ? তা ধরুন, আচ্ছা—বলেন দেহি,  
 আমার নিবাস কথায় ? আমি হলুম গিয়ে কোন্  
 দ্যাশের লোক ?

হরি—ন'দে,—শান্তিপুর,—না ?

পার্শ্ব—(হেসে হাততালি দিয়ে) ঠগ্ছেন,—ঠগ্ছেন, ঠগ্ছেন ।  
হগ্গলেই ঠিক ঐ ভুল করে । কথা শুণ্ডা ধরনের যো  
নাই —না ? আমার বাড়ী পূর্ববঙ্গে । পূর্ববঙ্গের  
জমীদার, ঐ যে East Bengal এবার লীগে জেংলো,  
ওরা ত' আমার জমীদারীর টিম ! কি বলেন ?

হরি—হ' । লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে ।

পার্শ্ব—না—না—লক্ষণ প্রকাশ না—সুপ্রকাশ । আমার এক  
নাইবের ছেইলা, গোলে খ্যাল্তো । সান্নিপাতে মারা  
গেছে— । জাউক্ গা ;—যে কথার জন্ম আইছি, তা  
বইলাই ফেলি, কি বলেন ?

হরি—আপনার ইচ্ছে ।

পার্শ্ব—আমার ইচ্ছা, না ? তা ধরুন, আমার ত' খুবই ইচ্ছা,—  
ছাখোনের পর থাইকাই ইচ্ছা—গভীর ইচ্ছা !—তা  
ধরুন, আপনার মতটাও ত' একবার নেতে হয়,—একটা  
ভদোরতাও ত' আছে । এ্যাঃ ?

হরি—আছে না কি ?

পার্শ্ব—জমীদারগো আছে । ছাখেন, কথাডা কইতে একটু  
লাজ বাসি, আর এ্যাও কই,—বেডাপুরুষের লাজই বা  
কিসের ? বইলাই ফেলাই । (ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার  
বাড়ী যে একটা সুলকায়া সুন্দরী আছেন, উটী কি  
আপনার নুন্দিনী ?

হরি—(সহসা) আপনার দরকার ?



পার্শ্ব—ঠিক ধরছেন,—আমার দরকার—খুবই দরকার। তা  
ধরুন, ওটিকে কি করছেন :

হরি—(উত্তেজিত হ'য়ে) খুন ক'রবো—ওকে খুন ক'রবো,—

পার্শ্ব—না, না, খুন করবেন না। তা ধরুন, খুন না কইরা ওর  
বিয়া ছান,—বোজ্জেন্—না হয়, কেওরে ধর্যা দিয়া  
দ্যান্, চ্যাংরা-চোংরার লগে না,—উস্তার। জমীদার-  
তালুকদার দেখ্যা দিয়া ছান্।

হরি—(গম্ভীরভাবে) হুঁ

পার্শ্ব—(সোল্লাসে) তা হইলে কথা দিলেন,—এ্যাঃ ? (ইতস্ততঃ)  
আচ্ছা, ওনার কি আগে আর বিয়া হইছে ? হয় নাই,  
না ? বিয়া-হওইয়া মাইয়া দেখলেই চেনোন্ যায়।  
আমার লাড়া-চাড়া আছে কিনা !

হরি—আচ্ছা, নমস্কার !

পার্শ্ব—নমস্কার ! (জাঁকিয়া বসিল) আচ্ছা, আপনারা কি হালদার ?

হরি—তার মানে ?

পার্শ্ব—মানে, 'হালদার' পদবী সবেবাজাতের সবেবাত্রেণীর মধ্যেই  
পাওয়া যায়। তা' আপনারা কোন্ জাত ?

হরি—আমরা জাত মানি না।

পার্শ্ব—'জাত মানেন না'—না ? তা' ধরুন,—যাঁরা জাত না  
মানেন, তাঁরা হয় অজাত—নয় বজ্জাত। মন্দ না। তা'  
ধরুন, যদি হাউস্-মতোন জামাই পায়েন—

হরি—আপনার হাতে ভালো ছেলে আছে ?

পার্শ্ব—হাতে কেন ? আপনার কাছেই আছে। ছাশের সম্পত্তির

আয়,—জমীদারীর ভাগের ভাগ (কাগজ বাহির করিয়া)  
৭৫১৮/৯, খাস জমি ১৩ বিঘা, বাগান, বাগিচা, দোতারা  
বাড়ী, রান্না ঘর, ভাড়ার ঘর, পায়খানা, ঘাটলা-বান্ধান  
পুকুর, লোহার সিন্ধুক দুইটা, বাসন-কোসন রাখোনের—

হরি—তা ত' বুঝলাম। ছেলে কোথায়—কি পাস ?

পার্শ্ব—আছে—আছে—ছেলেও আছে। ছেলে দিব হানে পরে,  
পাশ তেমন একটা কিছু না, Read up to Matricu-  
lation standard.

হরি—নমস্কার, ছেলেকে নিয়ে একদিন আসবেন। (গমনোত্ত)

পার্শ্ব—খারায়েন। বাবা গরুর লাস্, তুমি আমার ঘরে যাকে  
'পাউচা'র খন আমার Bank of Commerce-এর  
পাশ বইখানা আন্তে পার্তা হয় ?

গিরি—গরুর লাস্—গরুর লাস্ বোলতা কাহে, দারোয়ানজী  
বোলনে শক্তা নেহি ?

পার্শ্ব—শক্তা বাবা, শক্তা। ছাখেন, ব্যাঙ্কের বইখানা ভুলে  
রাইখা আইছি, ব্যাঙ্কে আছে ৩২৪৭৥/৬ ;—তা ধরুন, সুদ  
এখনো কষা বাকী।

হরি—বেশ ! ছেলেটিকে নিয়ে একদিন আসবেন।

—নমস্কার !—

পার্শ্ব—ছিঃ—নোমোস্কার করেন ক্যান্ ? আশীর্বাদ করেন—  
পা'র ধূল দ্যান্,— (প্রণাম, কোঁটা বাহির করিয়া) পান  
খায়েন ? বাড়ীতে আছে পানের রুপার কোঁড়া ;  
উপারে রাজহাঁস-আকা। কইলকাতা সহর, চোর-

জুয়াছোরে ভরা, ছোড'জনে কোডাডা ছায় নায় ।

ছান্ পান্,—

হরি—আমি পান খাই না ।

পার্শ্ব—খায়েন না, মোডে—না ? তা' ধরুন, সেডা ভালো ।

মুখের নিজস্ব গন্ধডা বজায় থাকে ।

হরি—কোথাকার ইডিয়ট— (প্রস্থানোত্তত)

পার্শ্ব—যাবেন না—যাবেন না । এইবার ভান্ধাইয়া কই ।

আমিই সেই জমীদার । মাইয়াটি আমারে ছান্ । বাড়ন্ত, বয়স্কা, ও ছেইলা-ছোকরাগো লগে মানাঠিবে না ।

আমারে পায়ে রাখেন, আপনার— (পা ধ'রলো)

হরি—(বিস্ময়ে) পাগল না মাথা-খারাপ !

পার্শ্ব—কি কইলেন ? পাগল ! দুই দুইবার বিয়া ক'রছি, কোন হালা মাইয়ার বাপে এমন কথা কইতে পারে নায় । আপনে ত' ছাগো ধারে কলার ধোর্ ! যদি বিয়াই দেবেন না, তবে ও আণ্ডণের মাল্সা চক্ষের উপর জ্বাইলা রাখ'ছেন ক্যান ? বুরা-গুরা বেবাক যে জ্বাইলা পুইড়া মরলাম ! এ সুখ সুখ না, সুখ আছে ভুতুরিয়ার চরে, (যেতে যেতে ফিরে) গুরুজনের উপার রাগ করতে নাই,— সেবা দিয়া এটা কথা কইয়া যাই,—ক্যাবোল্ মোরে খেদাইলে কি হইবে ? বাইরে চাইর পাঁচ জন সাইর দিয়া খারাইয়া আছে । আল্গা মাঠে কুটা রাখ'ছেন—কত আড়িয়া খেদাইয়া পারবেন ? আমি যেন ছাইট গরু, তাই শিং আর লারলাম না । (প্রস্থান)

হরি—গেরুলাস্, দরোজার কেয়ারী একদম বন্দ করো ।

(গিরি সিংএর প্রস্থান)

(নেপথ্যে গানের গুঞ্জন—মঞ্জুরীর প্রবেশ)

মঞ্জু—ওঃ আট্টা ! বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে আজ । বাবি, তুমি  
চা খাওনি, না ? মুখ ভার করে আছে কেন ? দেরী  
'হ'য়েছে সেই জন্তু খুব ভাব'ছিলে, না ? যা' ছেলেমানুষ  
হ'চ্ছ তুমি দিন-দিন ।

হরি—(গম্ভীর কণ্ঠে) এত রাত্ অবধি কোথায় ছিলে ?

মঞ্জু—ও হরি ! আসল কথাই বলা হয়নি ! সাত্ তাড়াতাড়ি  
ব'লবো ব'লে ছুটে এলাম, তোমার শুকনো মুখ দেখে সব  
ভুলে গেলাম । যা' মজা হ'য়েছে আজ বাবি—

(গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিল)

হরি—কি রে ?

(তার গাম্ভীর্য টুটিয়া যাইতেছিল)

মঞ্জু—তুমি ত' বিকেলে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলে, তোমার  
মক্কেলের বাড়ী । আমি আর একা বসে করি কি ? খানিক  
বাদে ত আবার সেই বাঁদরের দল এসে ঘিরে বসবে,  
তাই গিরিদা'কে দিয়ে একটা ট্যাক্সী ডাকিয়ে সোজা ছুট  
দিলাম শিবপুর বোর্টানিক্যাল গার্ডেনের দিকে । গিয়ে ত'  
নেমেছি,—চারদিকে লোক গিসগিস্ ক'রছে,—ড্রাইভার  
ত' চাইলে ভাড়া ;—তারপর কি হ'লো বল দেখি ? (হাস্য)

হরি—তোকে ঠকিয়ে বেশী ভাড়া নিলে বুঝি ?

মঞ্জু—এখন ত' হাসছি, কিন্তু (হাসিয়া) তখন যা আমার অবস্থা !  
টাকা দিতে গিয়ে দেখি—ওঃ হরি—ভুলে পাস'ই নিয়ে  
যাইনি ।

হরি—(সভয়ে) তারপর ?

মঞ্জু—ডাইভার ত মারমুখো ! অপমান করে আর কি ? সে আমাকে মনে ক'রলে বুঝি জোচ্চোর । আমি যা' বলি—যত বলি—সে কিছুই বিশ্বাস করেনা । শেষে হাত থেকে একটা চুড়ী খুলে তা'কে দিলাম ।

হরি—পছন্দ করি না,—পছন্দ করি না এই সব, এই পাস' না নিয়ে পথে বেরুনো আমি একদম পছন্দ করি না । একি অণ্ডায় !

মঞ্জু—অগ্নি আবার মাথা খারাপ হলো ।

হরি—হবে না ? ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে তুমি, আমার মেয়ে তুমি, তুমি পাস' না নিয়ে পথে বেরবে,—লোকে তোমাকে টাকার জন্তু অপমান করবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো !

(ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল)

মঞ্জু—তা' আমি কি করবো ?

হরি—কি ক'বে ? কেন পাস' ফেলে গিয়েছিলে ?

মঞ্জু—ভুলে, তার জন্তু মাপ চাইছি বাবা । (হরিহরের ক্রুদ্ধভাবে পদচারণ) এমন ভুল আর ক'রবো না বাবা ; ক্ষমা করো বাবা ।

হরি—না, এ ভুলের ক্ষমা নেই । এত বড় মেয়ে তুমি । বেরুবার সময় মনিব্যাগ ফেলে চ'লে যাও,—এতটুকু খেয়াল নেই ? বিশ বছরের খাড়ী মেয়ে, এতটুকু হুঁস নেই ?

মঞ্জু—(সজলনেত্রে) বাবি,—

হরি—ঐ ত, ঐ ভিজে চোখের চাবুক দিয়েই ত আমাকে কাহিল  
ক'রে রেখেছিস্ । তা হলে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনও  
দিন পাস' ফেলে রাস্তায় বেরুবি না—

মঞ্জু—না বাবা, আর পাস' না নিয়ে রাস্তায় বেরুব না ।

(গিরিদাস সিং চা লইয়া আসিল)

হরি—পছন্দ করি না আমি এ সব—একদম পছন্দ করিনা ।

(গিরিদাস সভয়ে চা লইয়া প্রস্থান করিল) হাঁ, তারপর কি কর্ণি ?

মঞ্জু—কি আর করি ? হাতের একটা চূড়ী খুলে ড্রাইভারকে  
দিলাম ।

হরি—বেশ করেছিস্ । আমার মেয়ের মতই কাজ করেছিস্ ।  
চমৎকার !

মঞ্জু—গিরিদা, বাবিকে চা দাওনি ? মাথা খারাপ হলো নাকি ?

(গিরিদাসের প্রবেশ এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রস্থান)

হরি—বেশ করেছিস্ । সম্ভ্রান্ত ঘরের—অভিজাত ঘরের মেয়েরা  
এমনই করে থাকে । মার্ভেলাস্ ! চামিং—সিম্প্‌লী  
চামিং—

মঞ্জু—শোনই আগে । ড্রাইভার চট করে চূড়ীটা পকেটে পুরে  
তাড়াতাড়ি সেলাম না করেই চ'লে যাচ্ছিল ! এমন সময়ে  
তা'র ঘাড়ের উপর—(হাসিয়া) কি বলো ত' বাবা ?

হরি—কাকে ইয়ে ক'রে দিলে বুঝি ! (হাস্য)

মঞ্জু—কী যে ছেলেমানুষ তুমি বাবা ! রাতে আবার কাক  
কোথেকে আসবে ? একটা থাবা ; কিসের থাবা বলো ত'  
বাবা,—

হরি—বাঘের খাবা বুঝি ? (মিঃ ট্ৰিপল্ এইচ যেন মেয়ের সঙ্গে খেলছেন)

মঞ্জু—কিছু বোঝ না তুমি । এক ভদ্রলোকের খাবা !—এম-এ,

পাশের খাবা ।—ডবল্ এম-এ,—সুপ্রিয় চাটার্জী ; এবার

ইংলিশএ First class first. ! বিলেত যাচ্ছে,—

বুঝলে ? দিব্যি লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা,—

টকটকে রং !

হরি—তোর রূপ বর্ণনাটা রেখে এখন ঘটনাটা বল—

মঞ্জু—পট করে একলাফে মোটর থেকে নেমে ধরলো তার ঘাড় ।

বেটা চূড়ী বের ক'রে দিয়ে ক্ষমা চাইতে আর পথ

পায় না ! (হাস্ত)

হরি—কেন ? তুই কেন বললি না যে তুই দিয়েছিস্ !—

মঞ্জু—বাঃ রে ! তিনি ত' মোটর খামিয়ে সবই দেখছিলেন ।

বল্লেন, এই যুদ্ধের বাজারে ৫০ টাকা ক'রে সোনার ভরি,

দেড় ভরির একগাছা চূড়ী নিয়ে যাচ্ছ তিন টাকা ভাড়ার

জন্তে, জোচ্চার কোথাকার ! এই বলেই তার গালে

বিরাসী সিন্ধা ওজনের—কি বলোত' বাবা ?

(মঞ্জুর গল্প বলার ধরনই ওই)

হরি—কেন-কেন ? (উঠে দাঁড়ালেন) এ ত' ভয়ানক অগ্নায় ! আর

তুই ভাড়া না নিয়ে ঐ গুণ্ডাটার পরামর্শে দায়িক থেকে

চ'লে এলি ?

মঞ্জু—বাঃ রে ! দায়িক রইব কেন ? তিনি ত' টাকা তিনটে দিয়ে

দিলেন ।

হরি—তার অর্থ ?

মঞ্জু—অর্থ, আমার চূড়ী আমার হাতে ফিরে এলো। তাঁর  
ঠিকানার কার্ড তিনি দিলেন ;—কাল তাঁর টাকা তিনটে  
তাঁকে দিয়ে আসবো।—

হরি—(অর্থপূর্ণ চাউনি) কাল বুঝি আবার তুমি টাকা দিতে যাবে?

মঞ্জু—বাঃ রে। তা' নইলে কি দায়িক রইবো?

(গিরিদাস সিং প্রবেশ ক'রে চা রাখতেই)

হরি—(সক্রোধে) বললাম যে আমি পছন্দ করি না এ সব—আমি  
চাইনা এ সব। (গিরি সিং চা তুলে নিয়ে গেল) আমি  
চাইনা যে আমার বয়স্হা মেয়ের সঙ্গে সকলে সেধে এসে  
আত্মীয়তা করে! কেন? এত লোক থাকতে তার কি  
গরজ পড়েছিল আমার মেয়েকে টাকা দেবার? আমি  
বুড়া হয়েছি বলে কিছু বুঝি না—না? এবার তুমি  
পাশ্ ক'রবে? কচু! এই আমি বলে দিলাম (বৃদ্ধাস্থ  
দেখাইয়া) কচু! আবার এক ডবল এম-এর গল্প লাগিয়েছে  
মেয়েছেলে পেয়ে। দেখতে চাইলেই পারতিস্ তার  
এম-এ পাশের সার্টিফিকেট ছুখানা!

মঞ্জু—বাঃ রে! সার্টিফিকেট কি কেউ পকেটে নিয়ে বেড়ায়?

হরি—যারা পথে ঘাটে মেয়ে ছেলে দেখলেই চিনুক-না-চিনুক  
ডবল এম-এর গল্প লাগায়, তা। সাহেবের চিঠির মতো  
সার্টিফিকেটের কোনা উচু ক'বে পকেটে পকেটেই নিয়ে  
বেড়ায়!

মঞ্জু—সুপ্রিয় চাটার্জীর নাম বাংলায় কে না জানে?



হরি—নাম জানে বলেই সে আমার মেয়েকে নামের কার্ড দেবে? দেখি কার্ডখানা (ছিনিয়ে নিয়ে) এস, চাটার্জী এম-এ, No-777, হিন্দুস্থান পার্ক! আচ্ছা দেখছি,—  
গেরুলাস্ সিং

(গেরুলাস্ সিং এর প্রবেশ)

সোফেয়ার কো বোলাও—

গিরি—ও ত' বাহার মে গয়া হাজুর, সাড়ে ন' বাজে!

হরি—বাজুক সাড়ে নয়, সাড়ে দশ, সাড়ে এগারো—যটা ইচ্ছে বাজুক,—আমি এখনি যাবো সেই ইতর অভদ্রের কাছে। কেন সে আমার মেয়েকে নামের কার্ড দেয়! কেন তাকে সেধে টাকা হাওলাত দেয়! এফুনি তার টাকা তাকে নিজের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। বদ্মাইস্ স্কাউণ্ডেল কোথাকার!—গেরুলাস্, ট্যাক্সী বোলাও—  
জল্দী—

মঞ্জু—ছিঃ বাবা। সে ত' কোনও অশ্রায় কাজ ক'রেনি, তুমি কেন তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার ক'রবে?

হরি—Shut up please. Don't plead for him. That's more suspicious. আমি যাবোই। যদিও না যেতাম্ এখন নিশ্চয়ই যাবো। টাকা তিনটে ফেলে দিয়ে তিন কানটানা দিয়ে আসবো নচ্ছারকে। (গমনোচ্ছত)।

মঞ্জু—ফতুয়া গায়েই চল'লে! জামাটা পরে যাও বাবা,—

হরি—(যেতে যেতে)—জামা প'রবো এসে—গেরুলাস্ সিং

(গেরুলাস্ সহ প্রস্থান)

মঞ্জু—ছিঃ ছিঃ ! কী লজ্জা ! বাবার ব্যবহারে কি মনে ক'রবেন  
সুপ্রিয় বাবু ? বাবা কী এক্সেনট্রিক ! ঐ যে ট্যান্ড্রির  
শব্দ ! (জানানার কাছে গিয়ে) সত্যই ত' চ'লে যাচ্ছেন !  
গিরিদা,—গিরিদা,—শোন' শীগ'গীর !—

(গিরি সিংএর প্রবেশ)

জলদী তৈরি হ'য়ে নাও গিরিদা ;—তোমাকেও আমার  
সঙ্গে যেতে হবে ।

গিরি—কাতাপর ?

মঞ্জু—ঐ বাড়ী—যেখানে বাবা গেলেন । এখনই, এ লজ্জা  
থেকে বাবাকে আমার বাঁচাতে হবে—

—————

## দ্বিতীয় দৃশ্য

( ঐ বাটিরই সম্মুখ )

[ রাত ৩টা, দালকোষ ব'সে একলা গাইছিল ]

“ও গভীর জলের কাৎলা !

তুমি ডেঙ্গার উপর ফেঁটল্যা বঁড়শী কত যে পড়শী গাঁথলা !

তুমি, ওপারে দাও ঘাঁই, আর এপারে দাও ডুব ।

তোমার পিছন ছুইটা ছুইটা হয়রাণ হইলাম খুব ।

তোমারে,—ধরতে আঁইসা পড়লাম ধরা—(এ কি)

মনচোরা ফাঁদ পাতলা !

মাল—এ রাত একদিন প্রভাত হবে । কাল ভোরে আবার তুমি

বেকবে,—এই পথে—আবার তোমার পেছ নেবো

ফিঙ্গের মতো । সঙ্গীতে সঙ্গীতে তোমায় আচ্ছন্ন ক'রে

দেবো । কলাদেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে তুমি আমার

হবে । নৈলে আমি মিথ্যা, আমার সঙ্গীত মিথ্যা, আমার

কম্পাউণ্ডারী মিথ্যা ।

(তরুণের প্রবেশ)

তরুণ— কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরি বুদ্ধ বাপ ?

উদ্যম বিহনে কার পূরে মনস্তাপ ?

মিহিদানা মিঠা হয় আগে খেলে তিতা,

পাগলে তুযিলে মেলে পাগল-ছহিতা ।

“পারিব না,” এ কথাটি বলিও না আর

একবারে নাহি পারো, দেখ' চৌদ্দবার ।

মাল—চৌদ্দবার কেন,—তে-চৌদ্দং তেষট্টি বার দেখা হ'য়ে  
গেছে। আমি যখন এ বাড়ী মাথা গলিয়েছি তখন  
আমার গৌফ ওঠেনি, তখন এই হাতী মেয়ে ছিল একটা  
মেনী বেড়ালের মতো, এতটুকু !

তরুণ— মেয়ে হাতী করে' রাখে যেবা ঘরে

তবু মনে কন্ ভাবনা,—

আশু গৃহে তার জামাই আসার

নেই কোন' সম্ভাবনা।

মাল—আহা বেশ,-বেশ !—তা' হলে মিছে কেন একটা বাদ্‌হাটা  
মিলোচ্ছেন মশাই ? ছেড়ে দিন না পথটা—দি চালিয়ে  
বাঠক !—

(সবুজের প্রবেশ)

সবুজ—Hunger-strike, Hunger-strike. ভেবে দেখ্‌লাম,  
এই শ্রেষ্ঠ পন্থা ! এই বাড়ীর সামনেই ম'রবো। (কলা  
বিস্কুট খেতে খেতে) দেখ্‌বো নিষ্ঠুর বৃদ্ধ, দেখ্‌বো পাষণী  
বৃদ্ধ-সুতা, কী নির্দয় তোমরা— !

তরুণ—ও কি খাচ্ছেন মশাই ?

সবুজ—খাচ্ছিনাত'—চিবুচ্ছি ! তিন পকেট ভরে কলা বিস্কুট  
এনেছি,—নিষ্ঠুর, নীরস শব্দ চিবুচ্ছি ! এই যে একেই  
বলে কলা বিস্কুট !

মাল—দেখুন, কলা বিছাকে নিয়ে ঠাট্টা ক'রবেন না।

সবুজ—না করবো না ! কপালে ঝুলছে কলা, খাবো কি “খিন

এরাকট চিবিয়ে রাখি, চিবিয়ে রাখি, আবার কত-  
দিনে জোটে, কে জানে ? Hunger-strike ক'রছি কিনা,  
এই খানে, এই তার নিত্যকার গতিপথে— ।

মাল—Hunger-strike কি মশাই !

সবুজ—প্রায়োপবেশন—প্রায়োপবেশন ! কাগজ পড়েন না ?

মাল—না, আমি গান গাই, প্রায়োপবেশন কি মশাই ?

তরুণ—প্রায়োপবেশন কি জানেন না কম্পাউণ্ডার মশাই  
প্রায়োপবেশন মানে প্রায় উপবেশন । অর্থাৎ কতক  
দাঁড়ানো, কতক বসা,—এই—এই রকম— (চেয়ার হইল)

সবুজ—এই বার কান ধরে'—

(উত্তেজিত হরিহর বাবুর প্রবেশ)

হরি—কান ধরে দুই গালে দুই থাঙ্গড় ! আমার মেয়েকে কার্ড  
দেওয়া—

সবুজ—কে কার্ড দিয়েছে পিতা— ?

তরুণ—কি ভাবে কার্ড দিয়েছে জনক— ?

মাল—কেন কার্ড দিয়েছে বাবা— ?

হরি—চোপ্ ! এই-এই—ট্যাক্সী—ইধার আও—

(ট্যাক্সীর হর্ণ ও বেচারামের প্রবেশ)

বেচা—আমুন বাবু,—নতুন থার্ড-হ্যাণ্ড ফোর্ড গাড়ী !

হরি—চল'—৭৭৭ নং হিন্দুস্থান পার্ক । (উভয়ের প্রস্থান)

তরুণ—পাষণ, পাষণ !

সবুজ—নির্মম, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর !

তরুণ—এই বার চলো সব উপরে—

আমি ছুটবো, আমি ছুটবো !

আমি আবার উপরে উঠবো ।

আমি বিদ্রোহী, রণক্রান্ত, —না, না,

আমি লাজিত, ঘুরে—ক্রান্ত ।

আমি সেই দিন হবো শাস্ত্র—

ঘরে কুমারী মেয়েরা লেকে কি পার্কে

একা-একা আর ঘুরিবে না ।

যতদিন মোর নশ্বর দেহ

চিতার ভস্মে উড়িবে না ।

(সহসা) একি, কি ব্যাপার ?

(মঞ্জুশ্রী ও গেকলাসের প্রবেশ)

মঞ্জু—একটা ট্যাক্সী ডাকো,—শিগ্গীর— (গেকলাসের অগ্রগমন)

তরুণ—কোথায় যাচ্ছেন ?

সবুজ—কেন যাচ্ছেন ?

মাল—কবে যাচ্ছেন ?

তরুণ—Shall I come with you ?

মঞ্জু—Please excuse.

সবুজ—Shall I come, miss ?

মঞ্জু—Sorry.

মাল—Shall I, miss ?

মঞ্জু—(ধনক দিয়া) No.

(পার্শ্বনাথের প্রবেশ)

পার্শ্ব— Shall I, miss ?

মঞ্জু— You will always miss, old fool. (গেরুলাস সহ প্রস্থান)

পার্শ্ব— মাউরাডার কপাল ভালো ! আগুনের মাল্‌মা হাত  
করছে ।

সবুজ— নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে । This is the chance.

৭৭৭ নং হিন্দুস্থান পার্ক— সেখানেই যাই—

মাল— দাঁড়ান, আমিও যাব । ডাকুন ট্যাঙ্কী— দেবো অঙ্কে ক  
ভাড়া— যা' থাকে বরাতে—

তরুণ— দাঁড়ান (পকেট খুঁজিয়া)

পরমা যে নেই পকেটে.

আমি কি যাইব পায় হেঁটে ?

পারি না যে হেথা থাকিতে

অশ্রু যে আসে আঁখিতে,—

(সবুজের প্রতি) নেবেন কি মোরে বাকীতে ?

সবুজ— না, না ! আপনি ট্রামে ওঠা নামা ক'রতে ক'রতে আসুন ।

(উভয়ের প্রস্থান)

তরুণ— কি আমি পড়ে রইব এখানে ? না— কক্ষনো না,

Long jump, আমার বাল্যের প্রাইজ্ পাওয়া

Long jump, জাগ্রৎ হও— উত্তীর্ণ হও—

ছোট'রে চরণ ছোট'রে—

লাফায়ে উঠিব মোটরে ।

(লক্ষ)

পার্শ্ব—আমার কি হইবে? মোর যাওন লাগে না? লাগে—  
লাগে। ঐ যে রিক্শা—এই রিক্শার পো, এ্যারো  
ঠুন্ঠুন্আলা, খারা হ', খারা হ', হালার বাই হালা।  
ছত্তোর লও যাই—“হাতশয় হাতাত্তোর”— (প্রস্থান)  
[ রিক্শায় বসিয়া ]

## শেষ দৃশ্য

সুপ্রিয় চাটাজ্জীর পড়ার ঘর  
(সুপ্রিয় ও তার মা গল্প ক'বছিলেন)

মা—এবার আমি তোমার কোনও ওজর শুনবো না প্রিয়; এবার  
তোকে বিয়ে ক'রতেই হবে।

সুপ্রিয়—ও দেশটা ঘুরে আসি একবার।

মা—ততদিন আমি নাচ'বো না বাবা। আর যুদ্ধ না থামলে ত'  
আমি তোকে কিছুতেই যেতে দেবো না প্রিয়! ভাবিস্  
কখনো—যে তুই চ'লে গেলে এই নির্বাক্কেব পুরীতে আমি  
একা কি করে থাক'বো? আমার ব্যথা কি তুই কোন'-  
দিনই বুঝ'বিনে বাবা? আমি প্রতিমার মাকে কথা  
দিয়েছি, কাল সে প্রতিমাকে নিয়ে আস'বে। চমৎকার  
মেয়েটী,—না প্রিয়?

সুপ্রিয়—মা,— (চেয়ে চোখের পাতা নামিয়ে নিল)

মা—প্রিয়, কি বলতে গিয়ে থেমে গেলি?



সুপ্রিয়—আচ্ছা মা, তোমার ত' খুব বুদ্ধি,—সবাই বলে ।

তোমার এই প্রতিমা মেয়েটার 'ডিফেক্ট' কি বলো দেখি ?

মা—কথা ঘুরোচ্ছিস্ ?—

সুপ্রিয়—ঘুরোচ্ছি না মা,—ঠিক জায়গায়ই আস্ছি । বলো না  
মা !

মা—কি ডিফেক্ট্ ? ( ভেবে ) নাকটা একটু চাপা ? ঠোঁটটা বড্ড  
লাল ? রংটা ? রংটা বেশী কটা ?—চুলটা একটু  
লাল্চে ? ( সুপ্রিয় প্রত্যেক বারই মাথা নাড়তে লাগলো )  
জানিনে বাপু কি 'ডিফেক্ট্' !

সুপ্রিয়— ( হেসে ) তোমার প্রতিমাটা বড্ড মেয়েলী মা,—না ?

মা—ওমা, কোথায় যাবো ? মেয়েছেলে 'মেয়েলী হবে নাত'  
কি হবে ?

সুপ্রিয়—মানুষ হবে । নাকী সুরে গাইবে না—আধো চোখে  
চাইবে না—

মা—কিন্তু দেখতে ত' খুব সুন্দরী ।

সুপ্রিয়—কিন্তু মা,— ( paper-weight লুফতে লুফতে ) যাই বলো—

তার চাইতেও একটা সুন্দরী মেয়ে আজ আমি দেখেছি ।

মা—কোথায় রে, কা'র মেয়ে ?

সুপ্রিয়—ভয় নেই মা,—বামুনেরই মেয়ে ! এবার বি. এ.  
পরীক্ষা দেবে ।

মা— ( উর্ধ্বে প্রণাম ক'বে ) মা মঙ্গলচণ্ডী ! —কাদের মেয়ে রে ?

সুপ্রিয়—তুমি এখনই তাঁদের বাড়ী চললে নাকি ? তাঁরা  
আমাদের সঙ্গে কাজ করেন কি না !

মা—ক'রবে না আবার ! চাঁদ হাতে পাবে ! সাতজন যদি সে  
মেয়ের তপস্যা থাকে, তবে সে তোর হাতে প'ড়বে ।

সুপ্রিয়—কিন্তু তুমি যে আবার প্রতিমার মাকে কথা দিয়েছো !

মা— ( হেসে ) যা ছেলে তুই বাপু,—তোর মা'র আবার কথা  
দেওয়া ! তাও বলি, লাখ্ কথায় বিয়ে, আমি ত' সবে  
একটা কথা ব'লেছি ।

সুপ্রিয়— ( হেসে ) এখনো নিরনব্বুই হাজার ন'শো নিরনব্বুই  
কথা বাকী !

মা—নে জ্বালাস্নি । কই তাদের ঠিকানাটা বল্লি না ত' !

সুপ্রিয়—তাদের ঠিকানাটা আমি ঠিক জানি না ; তবে বাড়ীটা  
চিনি, কিন্তু আমার ঠিকানা সে জানে ।

মা—তবেই হয়েছে !

সুপ্রিয়—কাল সে আমাদের বাড়ীতে আসবে মা !

মা— ( সাগ্রহে ) কেন রে ? নিমন্ত্রণ করেছিস্ বুঝি !

সুপ্রিয়—সে একটা গল্প মা । শিবপুর গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে  
দেখি একটা মেয়ে ট্যাক্সীভাড়া তিনটে টাকা দিতে না  
পেরে হাতের চুড়ী খুলে দিচ্ছে । আমি তিনটে টাকা  
দিয়ে সেই চুড়ী বাঁচিয়ে দিলাম, তাই কাল সে আসবে  
আমাদের বাড়ী সেই টাকা দিতে ।

মা—কাল কখন আসবে সে ?

সুপ্রিয়—এলে তোমায় ডাকবোঁ মা ।

( নেপথ্যে হরিহর বাবু ) কই ?— কোন্ ঘরে ?

(হরিহর বাবুর প্রবেশ ও মার প্রস্থান)

হরি—এই যে ! (কার্ড দেখিয়ে) আমার মেয়েকে তুমি এই কার্ড দিয়েছো ?

সুপ্রিয়— (দাড়িয়ে, নমস্কার করে) বসুন আপনি।

হরি—(কিছু না করে) তুমি এই কার্ড দিয়েছো ? S. Charterjee  
তোমার নাম ?

সুপ্রিয়—আগে বসুন, বলছি। শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, পাখাটা  
খুলে দিই, — বসুন। (সুইচ্ টিপিয়া দিল)

হরি—(হাওয়ায় আদাম পেয়ে বসলেন) আঃ—

সুপ্রিয়—আসছি (ভিতরে গেল)

হরি—মস্ত বাড়ী ! অবস্থাও ভালো। (একখানি বই খুলে)

এম.—‘ইত’ বটে ! সুপ্রিয় চাটাজ্জী, ছেলেটিও দেখতে  
শুন্তে বেশ—না ? (নিজেকেই যেন নিজে প্রশ্ন ক’রছেন) কিন্তু  
এ কি অভদ্রতা !

( সুপ্রিয়ের প্রবেশ )

সুপ্রিয়—বারান্দায় জল দেওয়া হয়েছে। হাত-মুখটা ধুয়ে নিন্।

হরি—না, আমি হাত মুখ ধোব না, এখনি যাবো ! তোমাকে  
আমি গালাগালি ক’রতে এসেছি, আর তোমার টাকা  
ফেরৎ দিতে এসেছি। (সুপ্রিয় হাসছিল) কি, হাসছো যে  
বেহারার নতো ?

সুপ্রিয়—আপনি হাসালে আমি হাসবো না ?

হরি—আমি হাসালুম ? — তুমি আমার মেয়েকে নামের কার্ড  
দিলে কেন ?

সুপ্রিয়—শুধু কার্ড দিইনি। আপনার মেয়ে এগিয়ে দেবার  
অছিলায় আপনার বাড়ীটাও দেখে এসেছি।

হরি—(ক্রোধে) কেন-কেন ?

সুপ্রিয়—আমার টাকা তিনটে গচ্ছা না যায়, সেই জন্যে !

হরি—তা' ব'লতে পারো। কিন্তু—কিন্তু তুমি টাকা দিতে  
গেলে কেন ?

সুপ্রিয়—সে কি ? আমার কেউ যদি আপনার সামনে এমনি  
বিপদে প'ড়তেন, আপনি দিতেন না ?

হরি—তা' দিতাম বৈ কি !

সুপ্রিয়—তবে ?

হরি—তাও ত' বটে !

সুপ্রিয়—এইবার গিয়ে হাত মুখটা ধুয়ে ফেলুন।

হরি—হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি,— (ভিতরে গেলেন)

(সুপ্রিয় মুখ টিপে হাসছিল ; মা চা ও জলখাবার নিয়ে  
সাজিয়ে রাখলেন, হরিহর বাবু ঢুকতেই প্রশ্নান)

মেয়েটারই দোষ, দেখলাম ভেবে মঞ্জুরই দোষ ! কেন  
সে পাস' ভুলে ফেলে গেল ? (আয়োজন দেখে) ও কি  
ক'রছো ?

সুপ্রিয়—আজ্ঞে, আপনি ভাড়াভাড়িতে চা খেয়ে আসতে  
পারেন নি—

হরি—(বিস্ময়ে) হ্যাঁ, তাইত ! চা খেয়ে ত' আসিনি ! সত্যই ত'  
চা ত' খেয়ে আসিনি ! তা' তুমি কি ক'রে জানলে হে

ছোকরা ? (হেসে) সত্যিই ত' চা খেয়ে আসিনি ; কিন্তু  
তুমি তা' কি ক'রে জানলে ? এক মঞ্জু ছাড়া ত' ছুনিয়ার  
আর কেউ ব'লতে পারে না, আমি চা খেয়েছি কি না !

সুপ্রিয়— (হেসে) কিন্তু আমি ব'লতে পারি ।

হরি—তুমি বড় বেশী হাসো ! মঞ্জুরও ঐ রোগ ; সব কথাতেই  
তোমাদের হাসি । (খেতে খেতে) সত্যিই যা' ক্ষিপে  
পেয়েছিল !

সুপ্রিয়—কিন্তু দেখুন, আমার কোনও দোষ নেই—

হরি—না, না,—তোমার কি দোষ ? দোষ সমস্ত ঐ মঞ্জুব ।  
রীতিমত শাসন করতে পারিনে কিনা,—তাই এতখানি  
বেড়ে উঠেছে । এখন থেকে ওকে রীতিমত চাব্কাবো ।  
গঙ্গার ওপারে আর না যায়, তাই ক'রে ছাড়বো । পাস-  
ফেলে কোথাও যাওয়া ;—যা' আমি একদম পছন্দ করিনা,  
ওকে regularly শাসন করা দরকার । (রেগে উঠে দাঁড়ালেন)

সুপ্রিয়—আহাঃ-হাঃ । বসুন-বসুন, খাওয়া হ'ল না যে'—  
(বসালো) খান ।

হরি—এই যে খাচ্ছি । (খেতে খেতে) কিন্তু ব্যাপার কি জানো  
বাবা,—মা-হারা মেয়ে কি না ! কিছু ব'লতে গেলেই  
ছল-ছল চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকে,—ওর মার মুখ,  
আমার হারানো হৈমর মুখ মনে প'ড়ে যায় । সেও ঠিক  
অম্নি ক'রে চাইত ;—অম্নি হরিণের মত বড় বড় চোখে,  
(চোখ বেয়ে নেমে এলো অক্ষর দুটা রেখা ;—বাঁ হাতে তা' মুছে

ফেল্লেন হরিহর বাবু) একদিন হ'য়েছিল কি,—সে দিন  
খুব বর্ষা—। আবার নেমে এলো চোখের অবাধ্য জলধারা)

সুপ্রিয়—খান কাকাবাবু,—

হরি—এ্যা—(অশ্রু মুছে) এই যে খাচ্ছি। তাই কিছু বলতে  
পারিনা। বাঃ, দিব্যি খাবার ত'!— কোথেকে তোমাদের  
খাবার আসে ?

সুপ্রিয়—এ সব দোকানের খাবার নয় কাকাবাবু। বাড়ীর  
খাবার ! মার নিজের হাতের তৈরী !

হরি—তাই নাকি ! আশ্চর্য্য ত !

সুপ্রিয়—আপনি খান,—আমি আসছি— (ভিতরে গেল)

হরি—দিব্যি ছেলেটা কিন্তু (খেতে লাগলেন)

(বেচারানের প্রবেশ)

বেচা— (উকি দিলে) ওঃ লুচী খাওয়া হ'চ্ছে ! মুখ দিয়ে, কান  
দিয়ে, নাক দিয়ে দিস্তের পর দিস্তে লুচী গেলা হ'চ্ছে !  
তাই এত হর্ন, এত চ্যাচানো, এত ডাকাডাকি কিছুই  
কানে যাচ্ছে না ! ঠায় আধঘণ্টা উপর পানে তাকিয়ে বসে  
আছি। এই আপনার “যাবো আর আসবো” ?  
আমি ভাবলাম, বুঝি অন্য দরোজা দিয়ে ভেগেছেন !  
কই, দিন্ত' আমার ট্যান্ডিভাড়াটা ;—তারপর লুচী  
ঠামুন— (হাত পাতলো)

হরি—তুমি ত' বড় ছোটলোক হে ! ট্যান্ডিতে কত উঠেছে ?

বেচা—এক টাকা বাবো আনা !

হরি—চাঁচাসনে—নিয়ে যাঃ,—ছোটলোক কোথাকার। ‘এক টাকা বারো আনা’ তার আবার উচু গলা!—নছার কোথাকার! (রাগে কাপ্তে কাপ্তে হাত ধুয়ে পকেটে হাত দিতে গিয়েই দেখেন যে ফতুয়ার পকেটই নেই, তাড়াতাড়ি যেটার পকেটে মানিব্যাগ ছিল, সেই কোর্টাই প’রে আসেন নি, বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইলেন।)

বেচা—কি, ভূত দেখলেন নাকি? জোছোরির এও এক নতুন ঢং বটে!

হরি—(চাপা গলায়) ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি,—সে র’য়েছে আমার কোর্টের পকেটে। চলো, তোমার ট্যান্ডিতেই বাড়ি ফিরে, বাড়ি গিয়ে—

বেচা—(উচ্চকণ্ঠে) তোমার ওসব চালাকীতে ভুলছি না, ফতুয়া-ওয়াল জেন্টেলম্যান,—টাকা ফ্যালো—

হরি—(চাপা গলায়) আতা, কি ক’রছো? চাঁচাচ্ছ কেন? এঁরা শুনলে মনে ক’রবেন কি?

(ফিরে তাকাতাই দেখেন, সুপ্রিয় দাঁড়িয়ে শুন্ছে; তার হাতে অরও খাবার—চোখে আঙুন)

হরি—বুঝলে বাবা, (মান হেসে) তাড়াতাড়িতে কোর্টটা পরা হয় নি। মানিব্যাগটা রয়েছে সেই কোর্টের পকেটে। তা মঞ্জু বলেছিল—

সুপ্রিয়—আজকার দিনটা দেখছি আমার ডাইভার মারতে মারতেই যাবে। (খাবারটা টেবিলে রেখে দেয়াল থেকে চাবুকটা নিয়ে) এই নাও, তোমার ভাড়া এক টাকা বারো

আনা আর বক্শীষ চার আনা (ঝনাৎ ক'রে ছুটো টাকা ফেলে দিল)। আর ঐ ঘরে চলো, ভদ্রলোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয় সেইটে একটু— (চাবুক দোলানো) বেচা— (টাকা কুড়িয়ে) চাবুক দেখানো হচ্ছে,—ইয়ারকি—না ?

(সুপ্রিয় বেচারামকে চাবুক মারিল 'সপাং')

ওরে বাবারে, আর ক'রবো না,—আর ক'রবো না—  
বাঁচান—ও বুড়ো বাবা !

সুপ্রিয়—আর কোন দিন— (পুনরায় তুললো চাবুক)

বেচা—কোনো দিনও না। ও বুড়ো বাবা, আপনি আমার ধর্মবাপ ! আমার বাবা বেঁচে থাকলে এমনিই বুড়ো হ'তেন—

সুপ্রিয়—আকামো হ'চ্ছে—

(চাবুক তুলতেই বেচারাম হরিহরবাবুর পা জড়িয়ে ধরলো। হরিহরবাবু চাবুকশুদ্ধ সুপ্রিয়ের হাত চেপে ধ'রলেন। ঠিক এই সময়েই ছুটে এলো মঞ্জুশ্রী আর গিরিদাস সিং। মঞ্জুশ্রী বুঝলো ভুল, সুপ্রিয়ের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে)

মঞ্জু— (সুপ্রিয়কে) ইতর, অভদ্র কোথাকার ! (মারলো চাবুক 'সপাং'; হরিহরবাবু ধরবার আগেই চাবুক প'ড়ে গেল, সুপ্রিয় যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রলো। হরিহরবাবু 'আহাঃ—হাঃ' ক'রে টেঁচিয়ে উঠলেন, বেচারামের চোঁচা দৌড় ; মা ছুটে এসে সুপ্রিয়কে জড়িয়ে ধ'রলেন। সবাই স্তব্ধ ;—ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়।)

সুপ্রিয়— (জোর ক'রে হেসে) কিছু লাগেনি মা,—উনি ভুল করেছেন।



হরি— (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) ছিঃ—মঞ্জু, ছিঃ—।

সুপ্রিয়—আপনারা বসুন। মা, এষ্ট মঞ্জুশ্রী দেবী ; এরই কথা  
একটু আগে তোমায় ব'লছিলাম।

( ত্রীত্রদৃষ্টিতে মঞ্জুশ্রীর দিকে একবারমাত্র চাহিয়া মার প্রশ্নান )

মা বোধ হয় রাগ করেছেন !

হরি—না, রাগ ক'রবেন কেন ? ক্ষীর-কান্তি তৈরী করে  
খাওয়াবেন। এতবড় উদ্ধত মেয়ে ! শাসনের অভাবেই  
এতটা বাড় বেড়েছে। জানা নেই, জিজ্ঞাসা নেই, এসেই  
রণচণ্ডীমূর্তিতে উপকারী বান্ধবের পিঠে এক চাবুক !  
তোকে চাবুকালে তবে আমার রাগ যায়। ঐ দেখো,  
দেখো সুপ্রিয়, যা' বলেছি, ঠিক তেমনি করে চাইছে।  
তুমি রাগ ক'রোনা বাবা, ও বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল  
আমাকেই বুঝি তুমি মারছো—।

সুপ্রিয়—মার কাছে চলুন। মা মনে বড় বেশী ব্যথা  
পেয়েছেন। আমাকে খুব ভালবাসেন কিনা !

হরি—আমি যাচ্ছি,—আমি যাচ্ছি, চল্ মঞ্জু চল্।

(হরিহরবাবু ও মঞ্জুশ্রীর প্রশ্নান)

সুপ্রিয়— (গিরিদাসকে) তোমার নাম কি ?

গিরি—হামারা নাম গিরিদাস সিং, লেकिन খোকীবাবু বোলতি  
'গিরিদা' আউর হুজুর বোলতা 'গেরুলাস্ সিং'।

সুপ্রিয়—কিন্তু "গেরুলাস্" তুমি মোটেই নও।

গিরি—পহলে হাম্ বহুৎ বাজে বাৎ বলতো হাজুর।

মনিব আইন করলো কি, বাজে বাংমে গেরুলাস্কে  
এক এক আনা জরুমানা । বাজে বাং এক—একআমা ;  
বাজে বাং দো—দো আনা ; বাজে বাং তিন—তিন  
আনা । এইসা কর্কে এক মাহিনা খতম হোনেসে  
পঁচাশ ষাট সত্তর আনা কমতি তলবানা মিলবে ।  
আভি তো হামলোক একদম গোগা বন্ গিয়া হাজুর ।  
দেখ্তা হ্যায় সব, সমঝ্ভি যাতা হ্যায় সব, লেকিন  
কুছ্ বোলতা নেহি ।

সুপ্রিয়—বাবুর বুঝি একটু ছিট আছে ?

গিরি—(জিভ কামড়াইয়া) নেহি হাজুর—ছিট নেহি । ছিটকা  
পিরহান্ ত' হামলোগ পিন্তা । বাবুলোগ্ বড়া  
আদমি । হাজুর কা হ্যায় সিলিক উল্লিক! বহুৎ পোষাক,  
ছিট কাহে পিনেগা ।

সুপ্রিয়—না না, তা ব'ল্ছিনে—মাথায় একটু গোল আছে ?

গিরি—হাঁ, হাঁ, ওহি ঠিক আছে—গোল আছে । মাথা গোল  
আছে । মোট্টা আদমী, গোল আছে । গাল ভি বহুৎ  
ভরতি আছে । এইসা (গাল ফুলাইয়া দেখাইল) গোল  
আছে—গোল আছে, এহি ঠিক বাং হ্যায় । ও বাপ  
লেড়কী দোনো গোল আছে । লেকিন লোক বড়া  
ভাল আছে । একদম বাবা বিশ নাথ । (পরে) সুখা  
লেবেন বাবু ?

সুপ্রিয়—না, না, আমি খাই না ।

গিরি—(হাসিয়া) লেकिन আপলোক্কো খোকীবাবু বল্হং পসন্द्  
करतेहेँ । सबुज्ज बाबु, तरुण बाबु, बेतस बाबु, समीर  
बाबु आउर ओहि सेलाईबुरूषओयाला एककोष बाबु,  
बुद्धा हाङ्गिला बाबु—ए सब आदमी आनेसे खोकीबাবु  
ताकाता ह्याय এইसा (क्र कुक्षित करिन) आउर आप-  
लोकका पाने नजर देता ह्याय এইसा (कटाक करिन) ।  
हामि एगारो बरस बांगलाय आइलो—हामि लोक सब  
समबते ह्याय । (हसिया) बकुशिसु देने होगा हाजूर ।

सुप्रिय—आच्छा, आच्छा, तूमि এখন याओ ।

गिरि—पिठमे दरद लाग्गा हाजूर ? हात बुला देखे ?

सुप्रिय—ना, ना, किछु लागेनि, तोमार ऐ खैनी चुण माथा  
अमसुण हात आर बुलोतेत हवे ना । तूमि ओ घरे गिये  
बंसगे—याओ ।

गिरि—जि, हाजूर ! (प्रश्न)

सुप्रिय—या' बलले गेरुलास, ता कि सतिय ? आमारओ ताई  
मने ह्य । किन्तु मेयेर मतन मेये बटे । येमनि रूप  
तेमनि देज । बांगला र घरे घरे यदि ऐ रकम मेये  
जन्नात !

(मञ्जूशीके बुके निरा मार ओ तंपन्चाते हरिहरबाबु प्रवेश)

मा—छिः मा,—कादे कि ? डूल बुखे लोके कत अन्यायई  
करे, से सब धरते गेले कि चले ?

सुप्रिय—(अप्रतिभ ह'ये) आपनि मिहिमिहि कादछेन केन ?  
आमार त' तेमन लागेनि । गाये जामा छिल, तार

উপর দিয়েই গিয়েছে। নিন্, মুখটা ধুয়ে ফেলুন। মা,  
ঠাকুরকে একটু চা ক'রতে বলো।

হরি—কথারই একদম অবাধ্য। সুপ্রিয় ব'লছে লাগেনি, তবু  
তোর এ কি সখের কান্না মঞ্জু? ও ডবল্ এম-এ, ও ব'লছে  
লাগেনি আর তুই B.A.র testএ এক Subjectএ ফেল্,  
তুই ব'লছিস্ লেগেছে, কার কথা সত্যি? তোর রীতিমত  
শাসন দরকার।

মঞ্জু—(দিক্‌কণ্ঠে) তা' ক'রলেই পারো শাসন।

হরি—তাই কি তুই দিবি? ড্যাব্ ডেবে ছটো চোখে এমন করে  
চাইবি যে আমি আর কথাটাই কইতে পারবোনা।  
তাইত' আমি আর উনি পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রেছি যে  
এখন থেকে তোর শাসনের ভার সুপ্রিয়ের ওপরেই  
থাকবে।

মা—তা' ছাড়া এবার তোমার বি-এ পরীক্ষা, প্রিয়রও যথেষ্ট  
অবসর আছে; প্রিয়র কাছে প'ড়লে তোমার পরীক্ষারও  
সুবিধা হবে।

হরি—তা' ছাড়া তুই মানিব্যাগ ফেলে যাস্—আমিও মানিব্যাগ  
ফেলে যাই, কিন্তু সুপ্রিয় কোনদিন মানিব্যাগ ফেলে  
বেরোয় না। ও সব “ব্যাগ-ফেলা”দের টাকা জুগিয়ে  
আর ড্রাইভার ঠেঙ্গিয়েই বেড়ায়। তা' ছাড়া তুই তিন টাকা  
আর আমি দু' টাকা একুনে পাঁচ টাকা আমরা ওর কাছে  
দায়ী। ঋণ শুধতে হবে ত'!

মা—তা' ছাড়া বংশ, শ্রেণী, গোত্রে যখন মিল আছে—

হরি—তা' ছেড়ে দিলেও তুই যখন সুপ্রিয়কে চাবুক মেরেছিস্  
তখন সুপ্রিয়কেও তোকে চাবুক মারবার অধিকার দিতে  
হবে ।

মা—তা ছাড়া আমার সুপ্রিয়ের তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে—  
হরি—তখন আমি আর বেয়ান ঠাকরণ দু'জনে পরামর্শ ক'রে  
এই ঠিক করেছি যে তোর পরীক্ষার পরেই—এই আসছে  
ফাল্গুনে—তোমাদের বিয়ে দেবো । (বলার ধরনে ছেলে  
মেয়েরা হেসে ফেললে) ঐ ত' তোমাদের দোষ !—তোমরা  
Seriously কিছু নাও না, সব কথাতেই তোমাদের হাসি।  
নাঃ নাঃ, এ হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয় । দেখছেন  
ইয়ে ঠাকরণ !

মা—হ'য়েছে, আপনি এদিকে আসুন ।

হরি—আর আমরা তুই বড়োবুড়ী ঠিক করেছি যে এই চিনি  
সস্তার দিনে একটা “সর্বদলীয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার” খুলবো ।  
তাতে উনি হবেন হালুইকার আর আমি হব ফেরীওয়াল।।  
ওঁর যা পাকা হাত ! দোকানের একপাশে ঘোমটা মাথায়  
দিয়ে রকমারি খাবার তৈরী ক'রবেন, আর আমি মস্ত  
এক বারকোষ মাথায় নিয়ে গলিতে গলিতে “চাই  
রসগোল্লা, সন্দেশ, মাল্পো—পুরী—মিঠাই” হেঁকে  
বেড়াবো ।

মা—আঃ কী ছেলেমানুষী ক'রছেন, আসুন ।

হরি—ভেবেছো তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকবো আমরা এই

বুড়োবয়সে ? সেইটে আর হচ্ছে না। আমি আর  
এই খাবারওয়ালী—

মা—হ্যাঁ—হ্যাঁ চলুন ;—ফেরীওয়ালী মশাই। (উভয়ের প্রস্থান)

(তরুণ, সবুজ ও মালকোষের পর্যায়ক্রমে প্রবেশ)

তরুণ—Oh ! all alone. May I intrude ?

মঞ্জু—Please excuse.

সবুজ—A pair of pretty birds ! May I ?

মঞ্জু—Sorry.

মাল—Two elephants together ! May—?

মঞ্জু—(ধমক দিয়া) No. (ত্রিমূর্তির প্রস্থান)

সুপ্রিয়—(মঞ্জুকে) ওকি, মুখ তোল'—কথা কও। ছিঃ, এমনি

করে কি এ আনন্দের দিনে আমার মনে কষ্ট দিতে  
হয় ?

মঞ্জু—কিন্তু এ কথা যে আমি কোনও দিনই ভুলতে পারবোনা

যে আমি তোমাকে নিজের হাতে চাবুক মেরেছি—

(পার্শ্বনাথের প্রবেশ)

পার্শ্ব—খুব ভোলতে পারবা, আগুনের মালসা, খুব ভোলতে

পারবা। পারবা না ক্যান, হাত ছা' চাবুক না

মারছে। চোক্ষের চাবুক মাইরা ত' বেবাক্ ফেতা-ফেতা

কইরা দেছো ! ওরে নিষ্ঠুড়া !

মঞ্জু—কে কাকাবাবু,—আপনি এসেছেন ?

পার্শ্ব—(বিস্ময়ে) কাগাবাবু !—কাম ত' সাব্ছে ! ছয়ারে ত' দেলে

কাডা :

সুপ্রিয়—আপনি আমাদের কাকাবাবু ? (প্রণাম)

পার্শ্ব—ইনি কেডা ? ইনিই বুঝি ঘীর কলোস্ ! এর লগেই  
বুঝি শ্যাম ম্যাস্ ঠিক করলা, আঙুণের মালসা ? বেশ  
করলা, ভালো করলা ! (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) যাই গা, (যেতে  
যেতে ফিরে) টাহার অঙ্কডা ঠিক হইছে ? অনেক বিয়া  
কলোম টাহার গোলমাইলে ছান্দলাতলা থ্যাও ভাইজা  
যায় ! পোলা পিরির উপার থ্যাও হাডা দেয় । ভগবান  
করেন, মা মোনসা করেন, যদি এই রহম এটা কিছু হয়  
তহোন্ এই কপাল-ফুডা পাতানিয়া কাগাবাবুর এট  
খোজ লইও । (যেতে যেতে) আমি জাইগাই থাকপো ।  
আমি তোমার গো পার্শ্বের বাড়ীতেই থাকি—নাম  
পার্শ্বনাথ পই, সাকিন পূর্ববঙ্গের জমীদার,—একটু ‘তুঃ’  
কইরা ডাক দিলেই— (দীর্ঘশ্বাস) যাইগা ! (যেতে যেতে)  
পিলিজ, বইখানা একবার চাহো, দেখ্যা রাখো,—  
কাজে লাগতে পারে । তা ধরোগ্যা তিন হাজার,— !  
ও কি ? তোমরা পুড পুডাইয়া কতা কও, আর আমি  
চিকরাইয়া গলা ফাডাই ! পাস্ বইহান্ একটু দেখ্ লা  
না, ইঃ—ফেরলাই না ! আঃ—হাঃ ! “চাকোর-চাকোবী”  
ধুতোর্ । (প্রস্থান)

মঞ্জু—নাঃ, এ দুঃখ আমার ম’লেও যাবে না ।

সুপ্রিয়—কেন মিছে মন খারাপ ক’রছো আজ এই শুভদিনে ?  
চাবুক মেরে তুমি পিঠে আমার বেদনা দিয়েছো সতি,  
কিন্তু ঐ চাবুকই আমার বুকে দিয়েছে অপার আনন্দ ।

তুমি যে লতার মত লুটিয়ে না প'ড়ে দৃপ্তশির তরুর  
মত এই তরুণীসমাজে একটা বিশেষত্বের সৃষ্টি  
করেছো, তাই আমার এই নারীবিদ্বেষী উদাসী  
হৃদয়কে এত শীঘ্র আকর্ষণ করেছে ! অত্যাচারিতা  
বাংলার বৃকর হে প্রদীপ্ত মহিমা, তাই আমি এত  
আদরে তোমাকে বৃক জড়িয়ে নিচ্ছি !

(মঞ্জুশ্রীকে বক্ষে টেনে নিল, গেরুলাম্‌সিং তুকে ব্যাপার দেখে  
লজ্জায় জিভ কাটলো । শেষে এক হাতে মুখ আড়াল  
ক'রে, অন্য হাত ভাবী দম্পতীর পানে বাড়িয়ে)

গিরি--হাজুর !—বখ্‌শীষ !

--নেমে এলো কালো পর্দা--

( শেষ )



